নিক ইত্তেফাক

৬/১১/২০০৩

তারিখ ...
পৃঃ ৪ কলাম ৭......

শিক্ষা অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করুন

ঢাকা শহরের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কিন্ডার গার্টেন স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা শুরু হইতে না হইতে শহরের শীর্ষস্থানীয় স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রস্তুতি নিয়া তোড়জোড় শুরু হইয়াছে। অনেক স্কুল ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির তারিখ ঘোষণা করিয়াছে। অনেক স্কুলে ভর্তি ফরম বিক্রয়ও শুরু হইয়াছে। অন্যদিকে ভর্তি প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের ব্যস্ততাও স্কুল কর্তৃপক্ষের চাইতে কম নয়। তাঁহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানকে শহরের শীর্ষস্থানীয় স্কুলটিতে ভর্তি করাইবার জন্য যারপরনাই চেষ্টিত। বেশীর ভাগ অভিভাবক তাঁহাদের শিশু ও কিশোর সন্তানদের ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য করাইবার জন্য কেহ এক আবার কেহ একাধিক গৃহশিক্ষক নিয়োগ করিয়াছেন। আবার কেহ বুদ্ধি খাটাইয়া যে স্কুলে ভর্তি করাইতে ইচ্ছুক সেই স্কুলের কোন শিক্ষককেই শিশু-কিশোরদের পরীক্ষা বৈতরণী পার করাইবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। ইহাতে অবশ্য অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী হইবে। কেহ আবার স্কুল পরিচালকমন্ডলীর সদস্যদের কৃপা প্রার্থী হওয়ারও চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য যাঁহাদের অর্থবল কম বা সীমিত তাঁহাদের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। বলা বাহুল্য, প্রতি বছর স্কুলের ভর্তির মৌসুমে অভিভাবকদের এইভাবে সন্তানদের ভর্তির জন্য প্রস্তুত করা এবং এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে ছুটাছুটি বিনা কারণে করেন না। প্রত্যেক অভিভাবক চান, তাঁহার সন্তান মান সম্পন্ন শিক্ষা লাভ করিয়া উপর ক্লাসে উঠুক এবং শেষ পরীক্ষায় সেরা ফল করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউক। কেননা, দুনিয়ার সর্বত্র একজন সফল মানুষ তৈরীর কাজটি শুরু হয় কিন্ডার গার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের সিঁড়ি যখন সে সাফল্যের সঙ্গে পার হইয়া স্নাতক বা গ্রাজুয়েট হয় তখন অভিভাবকেরাই নয় কেবল, ছাত্র-ছাত্রীরাও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। সুতরাং ঢাকার শিশু-কিশোরদের অভিভাবকেরা স্বনামধন্য স্কুলগুলিতে সন্তান ভর্তির জন্য যে সর্বাত্মক চেষ্টা করিবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ঢাকার মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি স্কুলে হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু শিশু-কিশোর ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় অনেক নয়, তাহাদের বেশীর ভাগই ভর্তি হইতে পারে না। এই ভর্তির প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া এই শিশু-কিশোরদের উপর যে কী অমানবিক কান্ড ঘটায় তাহা কেহ আন্তরিকতার সঙ্গে অনুধাবন করেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই।

ঢাকা শহরে অসংখ্য স্কুল রহিয়াছে এবং বহু স্কুলে অসংখ্য আসন থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যায় না। ইহা অনেকেই জ্ঞাত। এই স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ নয় বলিয়া অভিভাবকেরা তাঁহাদের সন্তানদের সেখানে ভর্তি না করাইয়া দূরের কথিত ভাল স্কুলে ভর্তি করার চেষ্টা করেন। সেজন্য পাড়ার স্কুল ফাঁকা থাকে। আর দূরের স্কুলে ভীড় অত্যধিক বেশী। বলার অপেক্ষা রাখে না, ভর্তি মৌসুমে অভিভাবকদের সীমাহীন পেরেশানি এবং শিশু-কিশোরদের জীবন শুরু হওয়ার পূর্বেই তথাকথিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নামে মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার প্রকৃত কারণটি উদঘাটনের তেমন কোন প্রচেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমাদের মতে, ইহার জন্য প্রধানত দায়ী শিক্ষা অধিদপ্তর, তারপরে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শেষে শিক্ষকমন্ডলী। জানা গিয়াছে, ঢাকা শহরে ২৪টি সরকারী স্কুল রহিয়াছে। ইহার বাহিরে রহিয়াছে শত শত বেসরকারী স্কুল। সরকারী স্কুলগুলি সর্বৈবভাবে অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষকেরা সরকারী চাকুরেদের মত এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে স্থানান্তরিত হন। অপরদিকে বেসরকারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগসহ স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী নিয়ম-নীতি অনুসৃত হয়। বিশেষ করিয়া বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকেরা বেতনের আশি ভাগ এবং স্কুল উন্নয়নের অর্থ সরকার হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় বেসরকারী স্কুলগুলিতেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ মানিয়াই চলিতে হয়। ঘটনা তাহা হইলে ঢাকা শহরের ২৪টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার মানে এত তারতম্য হয় কেন? একই কথা বেসরকারী স্কুলগুলির বেলায়ও প্রযোজ্য। এই ফল তারতম্যের প্রধান কারণ স্কুল পরিচালনা ও শিক্ষকদের শিক্ষা দানে যথোচিত দায়িত্ব পালনে অনীহা ও অদক্ষতা। ইহার দায়িত্ব অবশ্যই শিক্ষা অধিদপ্তরের। তাহারা ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষার মানের সঙ্গে পুরান ঢাকার কোন সরকারী স্কুলের শিক্ষার মানের সাজুয্য নিশ্চিত করিলে পুরান ঢাকার অভিভাবকেরা ধানমন্ডির ল্যাবরেটরী স্কুলে সন্তান নিয়া আসিতেন না। একইভাবে ভিকারুন্নেসা বা হলিক্রস স্কুলের সঙ্গে গেন্ডারিয়ার কোন গার্লস স্কুলের এ জাতীয় তুলনা চলে। সরকার অর্থ প্রদান করেন, অধিদপ্তর স্কুল নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু শিক্ষক ও স্কুলের শিক্ষা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করেন না। ফলে হাজার হাজার কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকদের দৈহিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়।

সরকার এবং দেশের শিক্ষিত ও আলোকিত মানুষেরা দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হইতে দেখিতে আগ্রহী। কিন্তু যাহাদের মেধা ও দক্ষতার দ্বারা তাহ সম্ভব সেই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম হইতে সুশিক্ষিত করার প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাটিই কোন পর্যায় হইতে করা হয় না। ইহাই ট্রাজেডি। বস্তুত মেধা ও বিবেকহীনদের বোধবুদ্ধি ও চিন্তার বৈপরিত্য দেশকে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মেধাবী ও সৃজনশীল চিন্তাধারার অধিকারী না হইলে এবং ভাল বাংলা, ইংরেজী, গণিত ইত্যাদি না শিখাইলে সোনার বাংলা গড়ার সোনার ছেলেমেয়ে আমরা কোথায় পাইব? বাংলাদেশে পরীক্ষায় এত নকলের পশ্চাতে রহিয়াছে স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। সরকার তাহার অধীনস্ত ঢাকা স্কুলগুলির শিক্ষার মানের পার্থক্য দূর করুক। ভর্তি মৌসুমের বর্তমান অমানবিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটরা কিছুতেই ঘটিবে না। এখন যে সমস্ত স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী কম, শিক্ষা